দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 0 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

103

শিক্ষাঙ্গনে

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশের অনান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সেশন জটের মতো মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত। এখানে নতুন ভর্তির পর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরুর জন্য পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়। অথচ মেডিকেল কলেজসহ অনেক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ সমস্যা নেই। থাকলেও এ সমস্যা নিরসনে বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা নিতে চলেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে নির্বিকার। এ বছর আমরা যারা ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্র হিসেবে গত মার্চ মাসে ভর্তি হই তখন শোনা গিয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশন জট দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং এ-ও শোনা গিয়েছিল যে, আমাদের ক্লাস আগস্ট-সেপ্টেম্বরে শুরু করার ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

এমনকি পরবর্তীতে না-কি ১১ সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দিয়েছেন। এর কারণস্বরূপ— (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমস্যা, (২) আবাসিক সমস্যা, (৩) ক্লাস নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব সমস্যা সমাধানে নিষ্ক্রিয়।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটু সতর্ক হলেই এসব সমস্যার সমাধান সহজ হতো। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ হিসেবে পূর্বের ব্যাচের ১ম সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নতুনদের ক্লাস শুরু করার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ মাহুবব আলম খোকন।

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট

দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সাথে বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ হারে ভর্তি ফিস, বেতন ও বিভিন্ন ধরনের ফিস ধার্য এবং বই-খাতাসমূহের মূল্য বৃদ্ধিতে শতকরা ৫৫/৬০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে না।

প্রতিটি নাগরিকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই একজন নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির নিজের নয়, দেশ ও সমাজের উন্নতি ঘটবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এবং বর্তমানে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়গুলো যথার্থ পরিচালনার অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটছে। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এই বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়ার ব্যয়ভার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অস্বাভাবিক উচ্চ হারে বেতন, বিভিন্ন ফিস বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের পোশাক ইত্যাদি চাহিদা পূরণ করা বহু অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে এমনিতেই ব্যয়ভার বেড়ে গেছে। উপরন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত। তাদের পক্ষে সাংসারিক খরচ বহন করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ তাদের পক্ষে চালানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তাই অনেক ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। জ্ঞানের আলো হতে বঞ্চিত হয়ে তারা সাংসারিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ ও জাতি।

এই সমস্যার আশু সমাধান সকলেরই কাম্য। তা না হলে এই সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিবে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ এই সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আসে। অতএব, তাদের আর্থিক দিকটা চিন্তা করে বেতন ও অন্যান্য ফিস হ্রাস করা উচিত। সেই সাথে শিক্ষার অন্যান্য উপকরণসমূহের মূল্যও কমাতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণে যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবেন দেশের জন্য ততই মঙ্গল। —মোজহারুল হক (বাবুল)